অরবিন্দ

বুদ্ধির অস্বীকার সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দের মত ব্যাখ্যা।

→ শ্রী অরবিন্দের দর্শন এর সমগ্র কাঠামো যে মূল ধারনার উপর দাঁড়িয়ে আছে তাহলে 'আত্মা' এবং 'জড়' উভয়ই সত্য - এদের প্রকৃত সমন্বয় জীবনের মধ্য দিয়েই যথার্থ দার্শনিক উপলব্ধি সম্ভব। শ্রী অরবিন্দের দর্শন হল এই দুই এর সমন্বয়। শ্রী অরবিন্দের মতে, জড়বাদীদের কাজ সহজ। তারা আধ্যাত্মসত্তা অস্বীকার করে সহজেই ঘোষণা করে জড় এবং শক্তির অদ্বৈতবাদ, তবে এই জড়বাদী অদ্বৈতবাদ বেশিদিন কার্যকরী হয় না। কেন না জড়বাদীদের সমস্ত জ্ঞানের নির্ভরতা শুধু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের উপর। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এলাকা এবং প্রয়োগ খুবই সীমিত।

আধুনিক জড়বাদীরা দাবি করেন যে, তাদের তত্ত্বের পেছনের বিজ্ঞানের সমর্থন আছে। জড়বাদকে বলা হয় অনিবার্যভাবেই বিজ্ঞান প্রকৃতি সম্পন্ন।

কিন্তু শ্রী অরবিন্দ মনে করেন, বৈজ্ঞানিক সমর্থনও জড়বাদীদের আধ্যাত্মতত্ত্বের অস্বীকৃতিকে সমর্থন করে না। এমনকি আমাদের 'বুদ্ধি' যদিও জড়ের সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য হয় না এবং সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে পরিনামে কম - বেশি 'তাত্ত্বিক জ্ঞান' এ আশ্রয় নেয় - যা প্রকৃত পক্ষে জানার যোগ্যই নয়। এমনকি বিজ্ঞান এর উপর জড়বাদী দিক থেকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আরো মৌলিক বিষয়, যে বৈজ্ঞানিক আত্মা রেজাল্ট না করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে; বৈজ্ঞানিক আত্মা কি? এটা শ্রী অরবিন্দের মতে এটা এমন এক আত্মা, যে জানেনা কোথায় থেমে থাকার সন্ধান, যে সম্ভবতঃ অচেতন আছে বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এবং যে প্রত্যেক সমস্যার সমাধান খোঁজে কেবল আর এক সামনের পদক্ষেপে নতুন নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাই বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত নির্দেশ করে

Scanned with CamScanner

বিজ্ঞানের 'শেষ সিদ্ধান্ত' বলে কিছু নেই। তাই অজড়কে জড়ের অস্বীকার, প্রকৃতপক্ষে আত্ম বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসী দাবি করেন তারা অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাঁরা মনে করেন, উচ্চ চেতনা কখনও অতিক্রম্য হয় না কোন কিছুর দ্বারাই এবং তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের থেকে আরো সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন তাঁদের এই জ্ঞানই জড় জগতের ~~সত্যতা~~ সত্যতাকে অস্বীকার করতে প্রেরণা দেয়। আর এর জন্যই ভারতীয় যোগী এই 'জগৎ মিথ্যা' অথবা 'ব্রহ্মের মায়াবী রূপ' বলে মনে করেন।

কিন্তু এই যোগীদের হাতে একটি সহজ ঘটনা বিরা পড়েনি। যদি সত্য অধ্যাত্মিক হয় তবে জড়ের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা আছে। তাই জড়কে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও ভ্রমাত্মক। জড় এবং চিৎ থেকে জড়তে অবতরণ করা যায়। তাই জড় জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা হতে পারেনা। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বিশেষ করে বেদান্তে এই ধ্বনি করা হয়েছে। বেদান্তে এই কথা উপেক্ষিত হয়েছে যে প্রত্যেক বিবর্তন - এর সঙ্গে সম্পর্কিত আছে বিস্তারিত বা সংকোচন। তাই ~~শ্র~~ শ্রী অরবিন্দ চেষ্টা করেছেন তার দর্শনে চিৎ ও জড় শক্তির সমন্বয়ে কথা বলেছেন —— চিৎ এবং জড় তার প্রাপ্য ~~স্থির~~ মূল্য দিয়েই।

6.07.19

1) শ্রী অরবিন্দ কে অনুসরন করে সত্যতা (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিত, আনন্দ) স্বরূপ আলোচনা করো।

→ শ্রী অরবিন্দের অধিবিদ্যার মূল চালিকা শক্তি হল চিৎ-শক্তি। সত্যতাকে তিনি চরম আধ্যাত্মিকতা রূপে দেখলেও তার মধ্যে জড়কে স্থাপন করেছেন। তাই তিনি 'দিব্য জীবন' গ্রন্থের (পৃ. ২৩) চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন : 'অধ্যাত্ম তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ফোটাতে চায় আমাদের মধ্যে। আবার বিশ্বজড় হতে চায় আমাদেরই বিসৃষ্টির নিমিত্ত এবং আধার। দুটি দাবির কোনটিকেই উপেক্ষা করতে পারি না যেমন, তেমন সত্যের এমন একটা পরিপূর্ণ রূপে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে যার মধ্যে চিৎ এবং জড়ের ঘটে নিখুঁত সমন্বয়। যার মিলন মন্ত্রে মানুষের জীবনে পায় তার স্বাধিকারের মর্যাদা এবং তার চিন্তায় পায় যথা যোগ্য সমর্থন। কোথাও তাদের মূল্য ক্ষুন্ন হবে না, তাদের অন্তর্নিহিত সত্যের গৌরব কোথাও ম্লান হবে না। স্বীকার করতে হবে, দুয়েরই মূলে আছে এক সর্ব সত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা।

শ্রী অরবিন্দ ব্রহ্মের বৈদান্তিক ধারনার এক অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত দিককে তুলে ধরেছেন। তাঁর দর্শন। তিনি অনুভব ~~করেছেন~~ করেছিলেন বিশ্ব চেতনায় চিৎ ও জড়ের একটি মিলন স্তূপ আছে। এই খানে এসে চিৎ-এর কাছে জড় হয় বাস্তব। আবার জড়ের কাছে চিৎ হয় সত্য। কারন বিশ্ব চেতনায় পরিব্যাপ্ত প্রান ও মনকে বলা যায় অনন্ত সত্তার অন্তর্নিহিত লোক পরাপর তত্ত্বের মাঝে তারা যেন সেতু।

এই বিশ্ব চেতনার প্রবনতা অতীন্দ্রিয় চেতনার দিকে ধাবিত যা অজ্ঞেয়ের চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'এই অজ্ঞেয়' যদিও জ্ঞানের অতীত, তবু তা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় এক চরম সুন্দর ভাবে। এই সর্বত্র বিরাজমান সত্যতা, যাকে আমাদের সীমিত দৃষ্টিকোন থেকে জানা যায় না, তাকেই বলা হয়ে থাকে ব্রহ্ম। এই সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মকে আমরা জানতে পারি না। প্রাথমিক ভাবে

শুধু কেবল একটা বিশ্বাস থাকে মাত্র এই সর্বত্র বিরাজিত সত্য সম্পর্কে।

এই সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য জন্য সচ্চিদানন্দ বা সৎ (being) এর বিভিন্ন স্তর অথবা তন্ত্রী গুলি জানা প্রয়োজন — যেগুলো তাদের উপলব্ধি করেছেন শ্রী অরবিন্দ। তবে মনে রাখা প্রয়োজন তিনি সৎ-এর বিভিন্ন স্তর এর কথা বললেও 'সত্তার প্রকৃতিতে বহু' একথা বলেননি। তাঁর মতে সত্তা আবশ্যকীয় ভাবেই এক কিন্তু সৃষ্টি নির্ভর করে দ্বিমুখী তত্ত্বের উপর, তাহল একত্ব ও বহুতা। সৃষ্টি হল সত্তার একত্বের আবশ্যকীয় প্রকাশ।

শ্রী অরবিন্দ এ প্রসঙ্গে আটটি তত্ত্বের কথা বলেন সেগুলি হল সত্তা; চিৎ শক্তির পরমসুখ, অতিমানস মন, জীবন ও জড়। প্রথম চারটি উচ্চ গোলার্ধে এবং শেষ চারটি নিম্ন গোলার্ধে অবস্থান করে। তিনি চরম সত্তাকে ব্যাখ্যা করেছেন, সচ্চিদানন্দ বলে। অস্তিত্ব, চৈতন্য শক্তি এর পরম সুখ — এই তিন-এর নামই সচ্চিদানন্দ।

শ্রী অরবিন্দের মতে সচ্চিদানন্দই সকল কিছুর উৎস। তিনি নিচেতনার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে স্বরূপে যাবার জন্য ধীরে ধীরে আত্ম প্রকাশ করেছেন। প্রাণ তারই চিৎ শক্তির নিম্ন আংশিক প্রকাশ মন তারই সৃজনী শক্তি অতিমানসের প্রতিরূপ। সুতরাং সচ্চিদানন্দ হতেই যে জড়ের উৎপত্তি তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। দেহ, প্রাণ মনকে ত্যাগ করে যে সার্থকতার সন্ধান করা হয়। তা চরম সার্থকতা নয় এই সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। সমস্যার সমাধান হয় না। দ্বন্দ্ব থেকেই যায়, কিন্তু পরম সত্য হতে পারে না।

সে সব দ্বন্দ্ব এর মিলনেই পরম সত্য।

□ এই সচ্চিদানন্দই নিজের সত্তাকে পদার্থ, শক্তিকে রূপ দিয়ে আত্মপ্রকাশ, নিজের আনন্দ নিজের কাছে অর্ঘ্যদান এই ভাবে নিজোকে নিজের কাছে প্রকাশ করেছেন। সচ্চিদানন্দ মানসিক স্তরে নিজের মানস চেতনায় জ্ঞান ক্রিয়া ও আনন্দের বিষয় হওয়ার জন্য বিষয়ের ভিত্তি হিসাবে নিজোকে জড় করেছেন।

Scanned with CamScanner